গোয়ালপোখরে রাজ্য পুলিশের ‘এনকাউন্টার’

এপিডিআর এর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

পুলিশের গুলিতে হত, রাজ্যেও কি ভুয়ো সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন

GOALPOKHER POLICE STATION

গোয়ালপোখর থানা

জার পাত্রিকা

এপিডিআরের প্রতিনিধি দল কীচকটোলায়

সাজ্জাককে ‘খুন’, দাবি এপিডিআরের

অরুণ ঝা ও আশরাফুল হক

কিচকটোলা (গোয়ালপোখর), ২৫ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়া শুটআউটে মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের ‘এনকাউন্টার’ আসলে পরিকল্পনামাফিক ‘খুন’। এমনই দাবি করল মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস (এপিডিআর)। শনিবার এপিডিআরের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কিচকটোলা সীমান্তে আসে। তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলেন। এদিন ছোট সোহার গ্রামে সাজ্জাকের কথা বলেন। সংগঠনের রাজ্য সহ বাড়িতেও যান সংগঠনটির সদস্যরা। সম্পাদক আলতাফ আহমেদ রাজ্য তাঁরা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে পুলিশের ডিজি’র ‘চারগুণ গুলি চালাব’ মন্তব্য টেনে আনেন। যদিও এপ্রসঙ্গে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস স্পষ্ট বলেছেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্তকিছু হয়েছে।’

কিচকটোলা সীমান্তে এনকাউন্টারস্থলে এপিডিআরের প্রতিনিধিদল।

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল সাজ্জাক। সেই ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য। এরপর ডিজি’র হুঁশিয়ারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তার। সাজ্জাকের ‘এনকাউন্টারের’ দিনই এপিডিআর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এদিনও শেরওয়ানি নদীর

এরপর চোদ্দোর পাতায়

তথ্য সন্ধানী দলের পাওয়া এই তথ্যগুলো কিন্তু পুলিশের এনকাউন্টার নয়, বরং পরিকল্পিত ভাবে খুনের দিকেই নির্দেশ করছে।

গোয়ালপোখরায় রাজ্য পুলিশের ‘এণকাউন্টার’:

এপিডিআর এর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

উত্তর দিনাজপুরের জেলা শহর রায়গঞ্জ থেকে ২০ কিঃমিঃ উত্তরে রাজ্য সড়ক থেকে সমকোণে রাস্তা ঢুকে গেছে গ্রামের ভেতর। কিছুটা এগোলেই আরও একটি বাঁক। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কয়েকটি মাটির বাড়ি, টিনের চাল। গাড়ি থামতেই ইতিউতি বৌ-ঝিদের কৌতুহলী চোখ। শেষ বিকেলের আলোয় আদুর গায়ের ক’টি বাচ্চা নিজেদের মধ্যে খেলায় মশগুল। গৃহস্থালির পাশাপাশি ছাগল মুরগি ঘরে ঢোকার আগে খাবারের শেষ সঞ্চয়টুকু সেরে নিচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার অন্তর্গত ছোটো সোহার গ্রামটিও আর পাঁচটা গ্রামের মত আপাতদৃষ্টিতে নিস্তরঙ্গই। কিন্তু বাইরে থেকে যা মনে হয়, প্রকৃত অবস্থা সব সময় তা হয় না। দু’পা এগোতেই তা মালুম পাওয়া গেল।

সাজ্জাক আলমের বাড়ি কোথায়, জিজ্ঞাসা করতেই কৌতুহলী প্রতিবেশীরা দেখিয়ে দিল ওই যে হোথা, ওই পাকাবাড়ি।

পাকাবাড়িই বটে। পাঁচ ইঞ্চির গাঁথনি দেওয়া প্লাস্টারবিহীন একটি বাড়ি। মাটির মেঝে। টিন ও প্লাস্টিকে ছাওয়া চাল। দাওয়ার দিকে তাকালেই ক’দিন আগে বয়ে যাওয়া ঝড়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বাড়ির সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে এক অকালবৃদ্ধ মানুষ। সাজ্জাকের বাড়ি কোনটা জিজ্ঞেস করতেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, সাজ্জাক আমার ছেলে। তারপর হয়তো এত মানুষজন দেখেই নিজেকে সামলে নিয়ে দাওয়ায় বসালেন। পাড়াপড়শিরা যে

যার ঘর থেকে চেয়ার এনে বসতে দিলেন আমাদের। আমরা, মানে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির তথ্যসন্ধানী দলের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। পুলিশের গুলিতে সাজ্জাক আলমের নিহত হবার ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি সরেজমিনে। অপরিসর উঠোনটিতে ছাগল বাঁধা, সাথে গোটা পাঁচ-ছয় বাচ্চা সহ এক মুরগির সংসার। ছুটে ছুটে কাজ করছে এক ঘোমটা পরা বৌ। দু'গালে এখনো তার শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ।

সাজ্জাকের বৌ। আফরোজা খাতুন। দৃশ্যতই আকাশ ভেঙে পড়েছে মাথায়।

ভিড় করে দাঁড়াল প্রতিবেশীরা। ওরই মাঝে বসে আছে দশ বছরের আমজাদ রাজা। সাজ্জাকের ছেলে। স্থানীয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ক্লাস ফোরে পড়ে। কাটা কাটা মায়ময় চোখদু'টো। অবুঝ শোকের মধ্যেও যেন দৃঢ় কোনো প্রতিজ্ঞার ছাপ।

শোকে মুহ্যমান সাজ্জাকের বাবা আবদুল মজিদ। মা মেহের বানুও সামলাতে পারছেন না তাকে। না, তিনি কোনো অভিযোগ করেন নি কারো বিরুদ্ধে। সে সামর্থ্যই নেই তার। এত বড়ো সংসার, চলে বিড়ি বেঁধে। তরতাজা ছেলেটা পুলিশের গুলিতে সদ্য প্রাণ হারিয়েছে। পাঁচ ছেলের মধ্যে দু'টি মৃত, একটি নিরুদ্দেশ। একমাত্র রোজগেরে ২১ বছর বয়সী খরতুজ আলম কখনও গাড়ি চালায়, কখনও বা ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যায়। পাঞ্জিপাড়ায় যেদিন গুলিচালনার ঘটনা ঘটল, সেদিন পুলিশ এসেছিল বাড়িতে। বৃদ্ধ আবদুল মজিদ ও তার স্ত্রী মেহের বানুকে বাদ দিয়ে তারা তুলে নিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সাজ্জাকের বৌ আফরোজা, ছেলে আমজাদ, ভাই খরতুজ ও ভগ্নিপতি তফিজুলকে। তিনদিন থানায় আটকে রেখেছিল। বলেছিল, সাজ্জাককে ধরে এনে দিতে পারলে ছাড়া পাবি। যাই হোক, তিনদিন বাদে যখন ওরা সাজ্জাকের নিথর দেহ নিয়ে এল, তখন ছেড়ে দিয়েছিল ওদের। তারপর ময়নাতদন্ত হল, তড়িঘড়ি মাটি দিয়েও দেওয়া হল। ময়নাতদন্তের শেষে ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনা করছিলেন, তার কিছু শুনেও ফেলেছিল খরতুজ। ওঁরা

নিজেরা বলাবলি করছিলেন, মৃতদেহের গলায় দাগ ছিল। কীসের দাগ? তবে কি...?

মাটি দেবার আগে যখন ওকে গোসল করানো হল, তখন ওই আধো অন্ধকারে আর সকলের তাড়াহুড়োতে দেখে উঠতে পারে নি খরতুজ। সাজ্জাকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ছিল। ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর করণদিঘিরই এক পোলট্রির দোকানে ঢুকে তার মালিক খিরকিটোলা গ্রামের বাসিন্দা সুবেশ দাসকে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুবেশ দাসের। তার কর্মচারী বাবলু সিং সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলে তাকে ছোরা দিয়ে কুপিয়ে বাইকে চেপে পালিয়ে যায়। সেই মামলায় আজ পাঁচ বছর ধরে সে বিচারাধীন বন্দী। সেই বিচারের রায় বেরোনোর সময় এগিয়ে আসছিল। গত ১৫ জানুয়ারি সাজ্জাককে ইসলামপুর আদালত থেকে পুলিশের গাড়িতে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে পাঞ্জিপাড়ার কাছে ইকরচলা এলাকায় সে প্রস্রাব করতে যাবার নাম করে গাড়ি থামায়। এবং গাড়ি থেকে নীচে নেমে কাজ সেরে ফিরে এসেই চাদরের ভেতর থেকে পিস্তল বের করে সঙ্গী দুই পুলিশকর্মী নীলকান্ত সরকার ও দেবেন বৈশ্যকে গুলি করে আহত করে বলে অভিযোগ। তারপর একটি বাইকে চেপে সে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে এপিডিআর এর তথ্য সংগ্রহকারী দল দু'রকম মত পেয়েছে। গোয়ালপোখর থানার আইসির মতে সাজ্জাক বুঝতে পেরেছিল, বিচারে তার কঠিন সাজা হতে চলেছে। তাই সাজা ঘোষণার আগেই সে পালাতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, তার আইনজীবী সৌম্যেন্দু মজুমদার মনে করেন, মামলার গতিপ্রকৃতি যেভাবে এগোচ্ছিল, তাতে সাজ্জাক ছাড়া পেয়ে যেত। কিন্তু, বেশ কিছুদিন হল সে বেরোনোর জন্য বড্ড বেশি অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই এমন একটা কাজ করে ফেলে সে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এটাই, ঘটনার ঠিক পরের দিন ১৬ জানুয়ারি পাঞ্জিপাড়ায় গিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেন, তাঁরা এর (পুলিশকে গুলি করার) ভালো জবাব দেবেন। কোনো পুলিশকে একটা গুলি ছুঁড়লে পুলিশ চারটে গুলি ছুঁড়বে। আর ঠিক তার দু'দিন পরে ১৮ জানুয়ারি সকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সাজ্জাক। সাজ্জাকের শরীরে তিনটি গুলি লেগেছিল। একটি বুকের

বাঁদিকে, একটি কাঁধে, আর একটি পায়ে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সাজ্জাকের অপরাধ যত গুরুতরই হোক, পুলিশ কি বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাল? সাজ্জাককে গ্রেফতার করে ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্ধারিত শাস্তির জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য কি দেখাতে পারত না তারা? নাকি, ডিজির কথাটা তাঁর নির্দেশ ছিল, যেটা এনকাউন্টারের নাম করে পালন করেছে ডিজির অধস্তন পুলিশকর্মীরা?

আঠারো জানুয়ারি সকালে অত্যন্ত ঘন কুয়াশা ছিল। গোয়ালপোখরের কীচকটোলা সেতুতে দাঁড়িয়ে অনেকটা নীচে পুলিশের ঘিরে রাখা এলাকাটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ওই তীব্র ঘন কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ বাংলাদেশের দিকে পালাচ্ছিল। পুলিশ তাকে সারেন্ডার করতে বললেই সে গুলি ছোঁড়ে। আর তার প্রত্যুত্তরে পুলিশের গুলি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে। এ কী সম্ভব! যে কুয়াশায় দু'হাত দূরের জিনিস সেদিন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না, সেখানে প্রায় একশো মিটার দূরে ধাবমান এক আততায়ীর শরীরের মোক্ষম তিনটি স্থানে এমন অব্যর্থ লক্ষ্য কি করে ভেদ করল পুলিশ? ১৫ থেকে ১৮ জানুয়ারি সকাল। সাজ্জাককে খুঁজে পেতে পুলিশের এই তিনদিন সময় লেগেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের অত কাছে থেকেও সাজ্জাক বেশি দূরে যেতে পারে নি, পাঞ্জিপাড়া থেকে কীচকটোলার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। এই ১৮/১৯ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে পেতে তিন তিনটে দিন লাগল পুলিশের! এও তো ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার!তাহলে ওর ভাই খরতুজের বক্তব্য অনুযায়ী ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারদের সেই কথোপকথনটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, মৃতদেহের গলায় দাগ পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনাগুলো যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে, আদৌ কি কোনো এনকাউন্টার হয়েছিল? নাকি ফেক এনকাউন্টার?

"গোয়ালপোখর এনকাউন্টার" এই মুহূর্তে এ রাজ্যে হট টপিক। বিশেষ করে রাজ্য পুলিশের ডিজি শ্রী রাজীব কুমার এক গুলির জবাবে চার গুলির নিদান হাঁকার পর সাজ্জাকের শরীর ফুঁড়ে তিন গুলি বেরিয়ে যাওয়াটা নেহাতই কাকতালীয় কিনা, সেটাই এখন লাখ

টাকার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এপিডিআর এর একটি তথ্যসন্ধানী দল গত ২৫ জানুয়ারি ঘটনাস্থলে যায়।

ঘটনাস্থল কীচকটোলা সেতু :

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের সাহাপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের শ্রীপুর গ্রাম। সীমান্ত থেকে দূরত্ব এক কিলোমিটারের মত। সেখানে সেরওয়ানি নদীর ওপর কীচকটোলা সেতু থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে সাজ্জাক গুলিবিদ্ধ হয়। পাঞ্জিপাড়ায় যেখানে পুলিশকে গুলি করে পালিয়েছিল সাজ্জাক, সেখান থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ১৮/১৯ কিলোমিটার। ২৫ জানুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সহকারী সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য জয়শ্রী পাল ও মিঠুন মণ্ডল, এবং সদস্য শর্মিষ্ঠা রায় ঘটনাস্থলে যান। কীচকটোলা ব্রিজের নীচে সেরওয়ানি নদীর পাড় বরাবর ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। ব্রিজে পুলিশি পাহারা ছিল। এপিডিআর এর প্রতিনিধিদল প্রথমে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনাস্থলের ছবিও তোলা হয়। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী ১৫ জানুয়ারি দু'জন পুলিশকে জখম করে পালিয়ে যাওয়ার পর সাজ্জাককে ধরতে বেশ কয়েকটি দল গঠন করে ফাঁদ পাতে পুলিশ। কীচকটোলা সেতুর ওপর সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে তারা ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। ভোরের দিকে দেখা যায় চাদর মুড়ি দিয়ে কুয়াশা ভেদ করে কেউ বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। পুলিশ সাজ্জাকের নাম করে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। প্রত্যুত্তরে সেই ব্যক্তি পুলিশের দিকে গুলি ছুঁড়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে দৌড়োতে থাকে। এবার পুলিশ পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। গুলি লাগে পলায়নকারী ব্যক্তির গায়ে, এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিকটস্থ লোবান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা শুরু করলেও সকাল আটটা দশ নাগাদ তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সাজ্জাক ছাড়া পুলিশের তরফ থেকে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটে নি।

এরপর এপিডিআর এর প্রতিনিধিরা গোয়ালপোখর থানার আইসির সঙ্গে দেখা করেন। আইসির কাছ থেকে জানা যায়, এই গুলিচালনার

ঘটনার একটি স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত ছাড়াও সিআইডি পুরো ঘটনার তদন্ত করছে।

ঘটনাস্থল ইকরচলা,পাঞ্জিপাড়া :

একদা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, বর্তমানে রাজ্য সড়কের ধারে এই জায়গাটিতেই সাজ্জাক পুলিশকে গুলি করে পালিয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সড়কের একদিকে রেললাইন, অন্যদিকে নাবাল জমি ও ফসলের খেত। একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে বিহার। সড়কের ওপরেই কিছুটা জায়গা পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এখানে অবশ্য পুলিশ পাহারা নেই। রাস্তার অন্যপাড়ে চা ও স্টেশনারী জিনিসের দোকান। সেখানে কথা বলে জানা গেল, গুলি করার পর বাইকের পেছনে উঠে সড়কপথেই পালিয়ে গিয়েছে আততায়ী। দু'জন পুলিশ নীলকান্ত সরকার ও দেবেন বৈশ্যের গুলি লেগেছে। তারা শিলিগুড়ির নেওটিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ইসলামপুর আদালতে সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছিল আব্দুল হোসেন বা আবাল। কয়েক মাস আগে যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। আবালের বাড়ি বাংলাদেশে হলেও শ্বশুরবাড়ি গোয়ালপোখরে। পালাবার পর পুলিশ সাজ্জাক ও আবালকে ধরে দিতে পারলে প্রতি ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। আবাল অবশ্য এখন পুলিশ হেফাজতে।

সাজ্জাকের বাড়ি :

গ্রামের নাম ছোটো সোহার। থানা ও পোস্ট অফিস করণদিঘি। জেলা উত্তর দিনাজপুর। বাবা আবদুল মজিদ, মায়ের নাম মেহের বানু। স্ত্রী আফরোজা খাতুন। দশ বছরের ছেলে আমজাদ রাজা স্থানীয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। পুলিশের খাতায় সাজ্জাকের বয়স ২৫ বছর লেখা থাকলেও বাবা বললেন, ২৮ বছর। ১৫ তারিখে পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর করণদিঘি থানার পুলিশ সাজ্জাকের বৌ, ছেলে, ভাই খরতুজ আলম ও ভগ্নিপতি তফিজুলকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় আটকে রাখে। তারপর সাজ্জাকের মৃত্যুর পর তাদের ছেড়ে দেয়। তবে, সে সময় তাদের সঙ্গে পুলিশ মোটের ওপর খারাপ ব্যবহার করে নি। শুধু বলেছিল, সাজ্জাককে ধরে এনে দে, তাহলে

ছেড়ে দেব। গত পাঁচ বছর ধরে সাজ্জাক জেলেই ছিল। কোনোরকম প্যারোলে ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসা হয় নি। বাবা ও স্ত্রী মাঝে মাঝে যেত দেখা করতে। বাচ্চাটাকেও নিয়ে গেছে কয়েক বার। বাসে যেতে কষ্ট হত বাচ্চাটার। তাই আফরোজা মাঝে মাঝে ওকে বাড়িতে রেখে একাই যেত। আফরোজার সঙ্গে শেষ দেখা হয় পয়লা জানুয়ারি। শেষবার বাবা দেখা করতে গেলে কিছু টাকা চেয়েছিল। দু'শো টাকা। সাধারণ মামুলি কথাবার্তাই হত পরিবারের লোকজনের সঙ্গে। সাজ্জাকের দেহ যখন ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়, তখন সেখানে বাড়ির লোকের তরফ থেকে ভাই খরতুজ আলম ছিল। ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারদের আলোচনা শুনে সে বুঝেছিল তিনটি গুলি ছাড়াও সাজ্জাকের গলায় একটা দাগ পাওয়া গেছে। এনকাউন্টার, পুলিশের পাল্টা গুলির গল্প শুনতে শুনতে গলায় কিসের দাগ পাওয়া গেল, এটা ভাবাচ্ছে ওদের।

তবে হতদরিদ্র পরিবারটি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় নি। সে ক্ষমতাও তাদের নেই। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সম্পর্ক বিশেষ ভালো নয়। বিশেষ করে পুলিশকে গুলি করে পালিয়ে যাওয়ার পর প্রতিবেশীরা এই পরিবারটির ওপর বিরক্ত হয়ে এদের মেরেধরে গ্রাম থেকে বের করে দিতে চায়। তখন সাজ্জাকের বাবা মা করণদিঘি থানার পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। করণদিঘি থানার ওসি এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের প্রতি যেন কোনো আক্রমণ না হয় সে ব্যাপারে গ্রামবাসীদের অনুরোধ করার পর থেকে পরিবেশ শান্তই আছে।

ছেলের শোকে মুহ্যমান বাবা বারবার একটাই কথা বলছিলেন, ছেলে যে অপরাধ করেছিল, তার জন্য তাকে কি বিচার করে সাজা দেওয়া যেত না? তাকে এভাবে বিচারবহির্ভূতভাবে গুলি করে মারতে হল কেন?

তথ্যসন্ধানী দলের পর্যবেক্ষণ :

- ১) কীচকটোলা সেতুর কাছে যেখানে গুলিবিদ্ধ হয় সাজ্জাক, সেখানে আশেপাশে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা পায়নি এপিডিআর এর তথ্যসন্ধানী দল। তাই পুলিশের বয়ানই ভরসা। আর ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন শীতের ভোরে, যেখানে দু'হাত দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না, সেখানে ব্রিজের ওপর থেকে কোনাকুনি প্রায় একশো মিটার দূর থেকে একজন ধাবমান মানুষকে গুলি করে পুলিশ একেবারে মোক্ষম জায়গায় লক্ষ্যভেদ করল, তিনটে গুলির একটাও ফসকাল না, এটা বিশ্বাস করতে অসুবিধাই হয়। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী সাজ্জাকই আগে গুলি ছুঁড়েছিল। অর্থাৎ গুলির লড়াই হয়েছিল। তাতে তুলনায় প্রকাশ্য স্থান ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশের গায়েও গুলি লাগে নি। এটাও বেশ অদ্ভুত ব্যাপার।

- ২) ১৫ জানুয়ারির ঘটনার পর ১৬ তারিখ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এসেছিলেন পাঞ্জিপাড়ায়। সেখানে তিনি বলেন, পুলিশকে একটি গুলি ছুঁড়লে তারা চারটি গুলি ছুঁড়বেন। রাজ্য পুলিশের সর্বময় কর্তার এই বক্তব্য কি তাহলে অধস্তনদের প্রতি নির্দেশ ছিল? একেবারে উত্তরপ্রদেশের স্টাইলে এনকাউন্টার!

- ৩) ১৫ তারিখ পুলিশকে গুলি করে যেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সাজ্জাক, ১৮ তারিখ সেখান থেকে তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থানের দূরত্ব ১৮/১৯ কিলোমিটার। সেখান থেকে সীমান্ত প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ সাজ্জাক ওই এলাকাতেই ছিল, সীমানা পার হয় নি,

সেটা করলে আর ফিরে আসত না। এইটুকু এলাকায় তাকে খুঁজে পেতে তিন দিন লেগে গেল পুলিশের! এটাও খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

- ৪) ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারদের মুখে খরতুজ শুনেছিল মৃতদেহের "গলায় দাগ" ছিল। কীসের দাগ? এটাও ভাবাচ্ছে।

- ৫) পুলিশ সাজ্জাকের মৃতদেহ পরিবারের হাতে দিলেও গ্রামের লোকজনকে দিয়ে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত দেহ কবরস্থের ব্যবস্থা করে। ফলে, পরিবারের লোকজন মৃতদেহ দেখা বা শরীরের ক্ষত চিহ্নগুলো সনাক্ত করতে পারেনি।

- তথ্যানুসন্ধানে উঠে আসা যাবতীয় তথ্য এই সিদ্ধান্তেই নিয়ে যায়, স্পষ্টতই পুলিশ সাজ্জাককে এনকাউন্টারের নামে পরিকল্পনা করে খুনই করেছে।

আমাদের দাবিঃ

- ১) সমস্ত ঘটনার বিচার বিভাগীয় (কর্মরত বিচারপতি দিয়ে) তদন্ত করতে হবে।

- ২) সাজ্জাকের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে পুনরায় ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ৩) পুলিশের বিরুদ্ধে অবিলম্বে খুনের মামলা (CrPC 302, অধুনা 102 BNS ধারায়) রুজু করে তদন্ত শুরু করতে হবে।

- ৪) সাজ্জাকের স্ত্রী, সন্তানদেরকে ৭২ ঘন্টা থানায় আটক রাখার বিরুদ্ধে পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনি আটকের মামলা করতে হবে।

- ৫) সাজ্জাককে এনকাউন্টারের নামে বেআইনিভাবে খুন করার জন্য তার পরিবারকে ন্যূনতম ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।
- ৬) রাজ্য পুলিশের ডিজিপি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক, বেআইনি ও প্ররেচনামূলক বক্তব্যের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

উত্তর দিনাজপুরে পুলিশি এনকাউন্টার, হত সাজ্জাক

পুলিশের উপর হামলা করে ফেরার ছিল

বিপুল শঙ্কর বসু ও রিনা লায়লা ■ রায়গঞ্জ

পুলিশি 'এনকাউন্টারে' নিহত সাজ্জাক আলম। অভিযোগ, এই সাজ্জাকই তিনদিন আগে পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে ফেরার হয়েছিল। একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন ছিল সে।

গত ১৫ জানুয়ারি ইসলামপুর কোর্ট থেকে পুলিশের গাড়িতে করে খুনের মামলায় বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলমকে রায়গঞ্জের সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার হচ্ছিল। সেইসময় পাঞ্জিপাড়ার কাছে ইকরচলা এলাকায় প্রস্রাব করার নাম করে নামে সাজ্জাক। সেখানেই দুই পুলিশকর্মী নীলকান্ত সরকার ও দেবেন বৈশ্যর উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সে হামলা চালায় এবং পালিয়ে যায়। পালানোর সময় তাকে মোটরবাইকে করে উদ্ধার করে নিয়ে যায় অপর অভিযুক্ত আবদুল হোসেন। এরপর পুলিশ তাদের দু'জনকে পাকড়াও করতে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে। ঘটনার পর পাঞ্জিপাড়ায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনেও আসেন ডিজি রাজীব কুমার। অপরাধী দমনে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে সেইসময় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। ডিজি বলেছিলেন, দুষ্কৃতীরা যদি পুলিশের উপর একটি গুলি চালায়, পুলিশ তা হলে চারটি গুলি চালাবে। ডিজির ওই হুঁশিয়ারির পর এ দিন 'এনকাউন্টারে' সাজ্জাকের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

নিহত সাজ্জাকের লাশ

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকায় সাজ্জাককে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ। পুলিশের দাবি, তারা সাজ্জাককে আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু সে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পালটা গুলি চালায় পুলিশও। সাহাপুরে কাঁচকটলা ব্রিজের কাছে দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয় সাজ্জাক। সেই অবস্থায় তাকে লোধন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাংলায় এই ধরনের এনকাউন্টার এক বিরল ঘটনা। যদিও শনিবার দুপুরে ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম এই বিষয়ে জানান,

'১৫ জানুয়ারি সাজ্জাক আলম নামে খুনের মামলায় বিচারাধীন অপরাধী আমাদের এক কন্সটেবল ও এক অতিরিক্ত সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি করে পালায়। তারপরই সিনিয়র আধিকারিকদের নেতৃত্বে একাধিক দল গঠন করা হয়। এসটিএফকেও ময়দানে নামানো হয়। তারপর থেকেই আমরা এই অভিযুক্ত ও তার সহযোগীদের যত দ্রুত সম্ভব আইনের আওতায় আনতে তৎপর হয়ে উঠেছিলাম।

➤ এরপর ন'ইয়ের পাতায়

দাবাং পুলিশ !

পাল্টা গুলিতেই সেই দুষ্কৃতীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, রায়গঞ্জ: সীমান্তে এনকাউন্টার। গোয়ালপোখরে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম নিহত। শনিবার সকালে চোপড়া সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময়ে তাকে আটকাতে গুলি চালায় পুলিশ। অভিযোগ, বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিল সাজ্জাক।

সাজ্জাকের বাঁ কাঁধে, পিঠে এবং পায়ে তিনটি গুলি লেগেছিল। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসা শুরুর পরেই তার মৃত্যু হয়। শনিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিট নাগাদ তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর (১) -এর বাংলাদেশ সীমান্তের কিচকতলার সেরওয়ানি নদী ব্রিজ এলাকার ঘটনা। এনকাউন্টারের বিষয়ে শনিবার ভবানী ভবনে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, "বিচারবন্দি সাজ্জাক আলম দুই পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে ধরতে আমরা স্পেশাল টিম গঠন করেছিলাম। শুক্রবার আমাদের কাছে খবর আসে, পলাতক বন্দি বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছে। সেইমতো আমাদের টিম তাকে ধরতে অভিযান চালায়। কিন্তু কুয়াশা থাকায় সমস্যা হচ্ছিল।

পাঁচের পাতায়

গুলিতে নিহত সাজ্জাক আলম। শনিবার গোয়ালপোখরে। —প্রতিদিন চিত্র

জার পত্রিকা

১৪৩১ রবিবার ২৬ জানুয়ারি ২০২৫

পতাকা হাতে দৌড়

বালুরঘাটে ক৪

■ প্রজাতন্ত্র দিবসে নাশকতা রুখতে পুলিশের তল্লাশি গৌড়বঙ্গ বাস টার্মিনাস (উপরে) ও মালদহ টাউন স্টেশনে (নীচে)। ছবি: উত্তম বিশ্বাস

নজরে সুকদেবপুর

- ■ ৮ জানুয়ারি: কাঁটাতার বেড়া নিয়ে বিএসএফ-বিজিবি বিতণ্ডার ভিডিয়ো ভাইরাল
- ■ ১০ জানুয়ারি: বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভূখণ্ডের ফসল কেটে নেওয়ার অভিযোগ
- ■ ১৮ জানুয়ারি: দু'দেশের নাগরিকদের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি
- ■ ২১ জানুয়ারি: বাসিন্দাদের সংযত থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
- ■ ২৩ জানুয়ারি: বিএসএফ-বিজিবির সমন্বয় বৈঠক
- ■ ২৬ জানুয়ারি: শুভেন্দু অধিকারীর 'তিরঙ্গা র‍্যালি'

অভিযোগ। মঙ্গলবার জেলায় সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সীমান্ত পারের বাসিন্দাদের সংযত থাকার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, তিনি পুলিশ প্রশাসনকে গ্রামবাসীদের সচেতন করার নির্দেশও দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পাঁচদিনের মাথায় জেলায় আসছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির দাবি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন দুপুর আড়াইটা থেকে ...পুর থেকে শব্দলপুর পর্যন্ত 'তিরঙ্গা র‍্যালি' হবে। তাতে প্রায় দশ হাজার মানুষের জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। কটাক্ষ করে তৃণমূলের ...পতি আব্দুর রহিম বক্সী ...জাতন্ত্র দিবসে যে কেউ, যেখানে খুশি কর্মসূচি নিতে পারে। তবে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের নামে শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা যেন না হয়।" বিজেপির দক্ষিণ মালদহের সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ বলেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে র‍্যালি হবে। তৃণমূল ভয় পেয়ে অশান্তির কথা তুলছে।"

বিজেপির কর্মসূচিতে নজর রাখার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে জেলায় সতর্ক পুলিশ ও বিএসএফ। শনিবার পুলিশের তরফে রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ডে কুকুর নিয়ে গিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। হোটেলগুলিতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে বলে দাবি বিএসএফের। মালদহের পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে নাকা তল্লাশি চলছে।"

এপিডিআরের প্রতিনিধি দল কীচকটোলায়

মেহেদি হেদায়েতুল্লা

গোয়ালপোখর

সপ্তাহখানেক আগে গোয়ালপোখরের সাহাপুর ২ পঞ্চায়েতের কীচকটোলা সেতুর নীচে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় করণদিঘির ছোট সোহারের বাসিন্দা সাজ্জাক আলম। খুনের মামলার বিচারাধীন সাজ্জাক পাঞ্জিপাড়ায় দুই পুলিশ কর্মীকে গুলি করে পালিয়েছিল বলে অভিযোগ। সাজ্জাককে গুলি করে মারার ঘটনায় শনিবার তদন্তে এল মানবধিকার সংগঠন এপিডিআর।

এপিডিআর-এর রাজ্য সহ-সম্পাদক আলতাফ আহমেদের নেতৃত্বে পাঁচ জনের জন সদস্য প্রথমে কীচকটোলায় যান। পরে তাঁরা গোয়ালপোখর থানায় গিয়ে ঘটনার খোঁজখবর নেন। ওই দলটি নিহত সাজ্জাকের বাড়িতেও গিয়েছিল। 'এনকাউন্টার'-এর নামে পুলিশ সাজ্জাককে পরিকল্পিত ভাবে মেরেছে বলে এ দিন ওই মানবধিকার সংগঠনের সদস্যেরা অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা করার হুমকি দেন।

এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জয়শ্রী সরকার বলেন, "ঘটনাস্থল দেখে যা বুঝেছি, তাতে ৪০-৫০ ফুট দূর থেকে সাজ্জাক পুলিশকে গুলি করল, পুলিশ পর পর তিনটি গুলি করে তাঁকে মেরে দিল— এটা সাজানো গল্প ছাড়া কী হতে পারে।" জয়শ্রী দাবি করেন, এপিডিআর-এর তরফে ঘটনার তদন্ত চেয়ে আদালতে মামলা করা হবে। এপিডিআর-এর রাজ্য সহ-সম্পাদক আলতাফ বলেন, "সবটাই যেন সিনেমার গল্পের মতো। যদি সত্যিই সেখানে গুলির লড়াই হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে আর কেউ কেনও গুলিবিদ্ধ হলেন না, এটাই বড় প্রশ্ন।" তাঁর দাবি, সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং জাতীয় মানবধিকার কমিশনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ-জেলার সুপার জবি টমাস মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর দাবি, সাজ্জাককে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল পুলিশ। সাজ্জাক সেই সময়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পুলিশ পাল্টা গুলি করে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এক আধিকারিকের দাবি, সাজ্জাক পালানোর জন্য পুলিশকে ফের গুলি করতে পারে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। সেই কারণে ঘটনার দিন অভিযানকারী দলে সাজ্জাককে ধরার জন্য রাজ্য পুলিশের 'এসটিএফ' ও 'এনকাউন্টার' বিশেষজ্ঞেরা ছিলেন।

এপিডিআর-এর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পরে সাজ্জাকের বাবা আব্দুল মজিদ বলেন, "এ পরিণতি হবে আশা করিনি। বিচারের মাধ্যমেও ছেলে সাজা পেতে পারত।" এ দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কলকাতা পুলিশের 'ফরেন্সিক' বিশেষজ্ঞ তিন আধিকারিক। পুলিশ সুপার বলেন, "পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা নিয়ে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলার তদন্ত করছে 'ফরেন্সিক' বিশেষজ্ঞেরা। পাশাপাশি সিআইডিও তদন্ত করছে।"

তথ্য: গৌর আচার্য ও অভিজিৎ পাল

সাজ্জাককে 'খুন', দাবি এপিডিআরের

অরুণ ঝা ও আশরাফুল হক

কিচকটোলা (গোয়ালপোখর), ২৫ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়া শুটআউটে মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের 'এনকাউন্টার' আসলে পরিকল্পনামাফিক 'খুন'। এমনই দাবি করল মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস (এপিডিআর)। শনিবার এপিডিআরের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কিচকটোলা সীমান্তে আসে। তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলেন। এদিন

কিচকটোলা সীমান্তে এনকাউন্টারস্থলে এপিডিআরের প্রতিনিধিদল।

ছোট সোহার গ্রামে সাজ্জাকের বাড়িতেও যান সংগঠনটির সদস্যরা। তাঁরা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ রাজ্য পুলিশের ডিজি'র 'চারগুণ গুলি চালাব' মন্তব্য টেনে আনেন। যদিও এপ্রসঙ্গে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস স্পষ্ট বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্তকিছু হয়েছে।'

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল সাজ্জাক। সেই ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য। এরপর ডিজি'র হুঁশিয়ারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তার। সাজ্জাকের 'এনকাউন্টারের' দিনই এপিডিআর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এদিনও শেরওয়ানি নদীর

এরপর চোদ্দোর পাতায়

গোয়ালপোখরে এপিডিআরের সদস্যরা

বিপুল শঙ্কর বসু, রায়গঞ্জ: পাঞ্জিপাড়া গুলিকাণ্ডে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে মৃত্যু হয় অপরাধের মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের। গত শনিবার উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকায় পুলিশ গোপন

সাজ্জাক এনকাউন্টার

সূত্রে খবর পেয়ে সাধারণ মানুষের পোশাক পরেই সাজ্জাককে গ্রেফতার করতে উদ্যত হয়। পুলিশ সে সময় তাকে আত্মসমর্পণের কথা বলে। কিন্তু সে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। সেই সময় পালটা পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয় সাজ্জাক। সে অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি গোদন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশের এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যুর ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা। শনিবার সংগঠনের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি আলতাফ আহমেদ সহ মোট চারজনের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন। তারা এদিন সাজ্জাকের বাড়ি ও স্থানীয় গোয়ালপোখর থানায় গিয়ে গোটা ঘটনাক্রম বোঝার চেষ্টা করেন। আলতাফ আহমেদ বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের এনকাউন্টারের মত ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ঘটনার সঠিক তদন্ত প্রয়োজন।'

এপিডিআর এর পক্ষে সাঃ সম্পাদক রঞ্জিত শূর কর্তৃক ১৮ মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ হ'তে প্রকাশিত । যোগাযোগঃ ৯৪৩৩১০১৬১১
সাহায্য মূল্য ১০ টাকা